দৈনিক সংবাদ

JUN 23 2002

চর্চার অভাবে নব্যসাক্ষররা আবার নিরক্ষর

❑ প্রকল্প ব্যয় ১ হাজার ২শ' ৪২ কোটি টাকা

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥ যথাযথ চর্চা না থাকায় নব্যসাক্ষররা অর্জিত সাক্ষরতা ভুলে গিয়ে আবার নিরক্ষরে পরিণত হয়েছে। সাক্ষরতা জ্ঞানকে ধরে রাখা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে সরকার পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

সরকারের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪৩ লাখ ৬৯ হাজার। এসব নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১ হাজার ২শ' ৪২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয়ে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চারটি প্রকল্প হাতে নেয়। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১ এর কাজ শেষ হয়েছে গত বছরের ৩০শে জুন। অন্য তিনটি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার পর দেশের সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হয়; কিন্তু বাস্তবায়িত কর্মসূচির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যারা সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন করেছিল, তারা আবার নিরক্ষর হয়ে গেছে সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সারাদেশে ৯শ' ৩৫টি গ্রামে শিক্ষা মিলন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানমূলক করার উদ্দেশ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর পাইলট আকারে ওই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে দেশের ২৩টি নির্বাচিত এলাকায়।

সূত্র আরও জানায়, ওই কর্মসূচির সফলতার নিরিখে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১-এর বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক ও এসডিসি আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। ওই আর্থিক সহায়তায় মোট ৩শ' ৬৫ কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে গত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩২টি জেলার ২শ' ৩০টি উপজেলায় ৬ হাজার ৯শ' কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬ লাখ ৫৬ হাজার নব্যসাক্ষরকে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছে।

দেশের বাকি ৩২টি জেলার মধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে ২৯টি জেলায়ও ওই প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব জেলার ২শ' ১০টি উপজেলায় সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও মোট ১৭ লাখ ৪ হাজার নব্যসাক্ষরকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের ৯ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বিভিন্ন বিষয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী জুলাই থেকে ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত।